লাল তারা

২/ফেব্রুয়ারি, ২০১২

লাল তারা

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির

মাওবাদী একতা গ্রুপের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক মুখপত্র

সংখ্যা নং ২

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ২০১২ লাল তারা সম্পাদনা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

দামঃ ২০ টাকা

সুচি

■ সম্পাদকীয় পৃঃ৪

■ কমরেড আজাদ ও কমরেড হেম পাণ্ডের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে পূবাসপা এমইউজির বিবৃতি

■ এক হাজারেরও বেশী বাংলাদেশী বিগত দশ বছরে ভারতীয় বিএসএফের হাতে নিহত হয়েছেন

■ ফ্যাসিবাদের উদাহারণ

■ রূপগঞ্জে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিরোধকে অভিবাদন!

■ পিবিএসপি এমইউজি ও কেসিপি মনিপুর-এর যৌথ বিবৃতি
দক্ষিণ এশিয়ার মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনসমূহের নয়া সমন্বয়ের পথে এগিয়ে চলুন!

■ শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারের ৩৬-তম শাহাদাত বার্ষিকীতে দক্ষিণ এশিয়ার মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনসমূহের নয়া সমন্বয়ের জন্য প্রস্তুতি কমিটির বিবৃতি

■ প্রতিক্রিয়াশিল ফ্যাসিবাদী সৌদি বর্বর রাষ্ট্র কর্তৃক নৃশংসভাবে ৮ বাংলাদেশী শ্রমিকের প্রকাশ্য শিরচ্ছেদের প্রতিবাদে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (মাওবাদী একতা গ্রুপ)-এর বিবৃতি
ঘৃণা করুন! প্রতিরোধ করুন সৌদি বর্বর ফ্যাসিস্টদের!

■ মাওয়িস্ট রোড ম্যাগাজিনের প্রতি পিবিএসপি এমইউজির পত্র
১ম পত্র
২য় পত্র

■ সিপিএমএলএম ফ্রান্স ও পিবিএসপি এমইউজি বাংলাদেশে-এর যৌথ বিবৃতিঃ
আসুন জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবেলা করি!

■ সিপিএমএলএম ফ্রান্স ও পিবিএসপি এমইউজি বাংলাদেশে-এর যৌথ বিবৃতিঃ

"একদিন মুক্ত ভারত আবির্ভূত হবে দুনিয়ায়"

■ আন্তর্জাতিক যৌথ ঘোষণা

কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক ঐক্যের জন্য দরকার হচ্ছে সংশোধনবাদ ও মধ্যপন্থাকে পরাজিত করা !

■ নিবন্ধঃ তরুণ, পূবাসপা এমইউজি
কমরেড চারু মজুমদার বলেনঃ ঘৃণা করো, চূর্ণ করো মধ্যপন্থাকে!

■ পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (মাওবাদী একতা গ্রুপ) এর প্রতি আফগানিস্তানের ওয়ার্কার্স অর্গানাইজেশন (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী, প্রধানতঃ মাওবাদী)র পত্র

সম্পাদকীয়

লাল তারা মূলতঃ আমাদের প্রকাশিত দলিলসমূহের সমাহার।
এটা দ্বিতীয় ও শেষ সংখ্যা।

প্রতিক্রিয়াশীল বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের টাকা শেষ করে ফেলেছে। সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ও টাকার মানের চূড়ান্ত অবনতি ঘটানো হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের চরম বৃদ্ধি, তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের দামের বহুবার বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ জীবন বাঁচিয়ে রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন। কৃষকরা ফসলের দাম খুব কম পেয়েছে। সারের দাম বেশি এবং বিদ্যুতের ও তেলের দামের বারংবার বৃদ্ধির কারণে সেচকার্য চালাতে তারা খুবই কম সক্ষম। এমনকি মাঝারি কৃষকদের মধ্যে অনেকেই স্বল্প টাকায় জমি বন্ধক রাখতে চাইছেন, কিন্তু ঐ পরিমাণ টাকাও গ্রামাঞ্চলে খুব কম লোকেরই আছে, যাদের আছে তারা শহরে থাকে। গ্রামাঞ্চলে আধা-সামন্ততন্ত্রকে টিকিয়ে রেখে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদকে কেন্দ্রে রেখে আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক সমাজের এক কাঠামো নির্মাণ করেছে। শ্রমিকদের ন্যূনতম প্রকৃত মজুরী নেই। কারখানায় বন্দী জীবনে হাড়ভাঙা শ্রম দিয়েও তারা পারিবারিক খরচ নির্বাহ করার তিন ভাগের একভাগ মজুরীও পান না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকেই শেয়ার বাজারের ভয়াল ধ্বসে সর্বস্বান্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। এই যখন অবস্থা তখন কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের দালাল বুর্জোয়া শ্রেনীর শোষণ লুন্ঠন থেমে নেই। বরং বেড়ে চলেছে। তাদের পুঁজি ফুলে ফেঁপে উঠছে। সরকারী মন্ত্রীদের দুর্নীতি প্রকশিত। 'পদ্মা সেতু' প্রকল্পের টাকা শুরুতেই আত্মসাৎ করে সাম্রাজ্যবাদীদেরই তারা লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। এখন মার্কিনের প্রতিনিধি ইউনুসকে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট পদ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে হাসিনা শেষ রক্ষা করতে চাইছে। ভারতীয় সম্প্রসারনবাদকে ট্রানজিটের নামে করিডোর দিয়ে ভারতের অনুপ্রবেশ ঘটতে দিয়ে সরকার তার দালালী কর্তব্য পালন করেছে। পক্ষান্তরে তিস্তা নদীর পানি বাংলাদেশ পায়নি। নদী নালা ধ্বংস হচ্ছে। পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানীসমূহের হাতে সোপর্দ করার অংশ হিসেবে সরকার রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা গজপ্রমকে নিয়ে এসেছে। মার্কিন, ইউরোপ, চীন, জাপান, সৌদি আরব, ভারত আর রাশিয়া হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহ যারা আমাদের শোষণ করছে। রাশিয়ার সাথে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ চুক্তি আর কিছু নয় পরিবেশ ধ্বংসের পায়তারা।

র‍্যাব-পুলিশের ক্রসফায়ার-পিটুনিতে অসংখ্য জনগণ ও ছাত্র নিহত, আহত ও পঙ্গু হয়েছে।
বিএসএফের ক্রসফায়ার-পিটুনিতে শিশুসহ অসংখ্য জনগণ নিহত আহত পঙ্গু হয়েছে।
আরব জাতি জনগণ জেগে উঠেছেন। কিন্তু এই সুযোগে মার্কিন ও তার ইউরোপীয় সাঙ্গপাঙ্গরা লিবিয়া দখল করেছে। ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়ার পর এবার সিরিয়া ও ইরানের প্রতি হাত বাড়িয়েছে। পাকিস্তানে ইতিমধ্যেই এরা অনুপ্রবেশ করেছে এবং জনজীবন বিপর্যস্ত করে দিয়েছে দ্রোন হামলায় নারী-শিশুসহ অগণিত মানুষ হত্যা করছে।
একদিকে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ অপরদিকে চীন ও রাশিয়ার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।
নানা বাঁধা বিঘ্ন পেরিয়ে ভারতে-পেরুতে-ফিলিপাইনে গণযুদ্ধ বিকাশমান ।

একটি মাওবাদী আন্তর্জাতিক কেন্দ্র গঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা পেরু, কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা, ইকুয়েডর, পানামা, ফ্রান্স, স্পেন ও আরবের মাওবাদী পার্টির সাথে মিলে সংশোধনবাদ ও মধ্যপন্থার বিরুদ্ধে আমাদের জোরালো অবস্থান ব্যক্ত করেছি যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন।

মাওবাদী একতা গ্রুপ এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে পুনর্গঠন কার্য সম্পাদনে যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল তা একপ্রকার সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাথমিক ধরণের কাজ গড়া হয়েছে। বিভিন্ন গণসংগঠণ পুনর্গঠনের পাশাপাশি নতুন গণসংগঠন সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে প্রাথমিক কাজ-যার উপর দাঁড়িয়ে নতুন পার্টি সংগঠন গড়ে উঠবে যা একুশ শতকের বাস্তবতা ও মালেমার বিকশিত অবস্থাকে ধারণ করবে, যা অবশ্যই হবে সভাপতি সিরাজ সিকদারের ও পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির এক ধারাবাহিকতা, কিন্তু মধ্যবর্তী পর্যায়কালের ভ্রান্ত ধারাবাহিকতাকে তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করবে। আজকে নতুনভাবে সবকিছু গড়ে তোলার সময়, অবশ্যই আরো উন্নত ভিত্তিতে!!

২৩, ফেব্রুয়ারি ২০১২ ■

কমরেড আজাদ ও কমরেড হেম পাণ্ডের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে পূবাসপা এমইউজির বিবৃতি

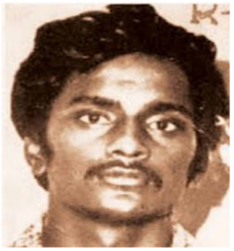

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী রাষ্ট্র কর্তৃক কমরেড আজাদ ও কমরেড হেম পাণ্ডের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। আমরা আমাদের ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করছি এই দানবটির বিরুদ্ধে যে শুধু ভারতীয় বিপ্লবীদেরই শুধু নয় বরং সীমান্তে বাংলাদেশী জনগণকেও হত্যা করছে।
তাদেরকে তাদের অপরাধের জন্য অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।
ভারতীয় মাওবাদীরা হচ্ছেন আমাদের বড় অনুপ্রেরণা যারা প্রতিরোধে ওঠে দাঁড়িয়েছিলেন যখন নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)র নেতারা সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।
ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী হচ্ছে সেই কাপুরুষ যারা মিথ্যা কথা বলে ও মিথা গল্প ফাঁদে তাদের অপরাধ ধামাচাপা দেয়ার জন্য। তাদের বাংলাদেশী জুনিয়র পার্টনাররাও একই কাজ করে। সত্য বলার তাদের সৎসাহস নেই।
কমরেড আজাদ ভারতের এক গৌরবোজ্বল সন্তান। আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) আর শহীদ কমরেডদের পরিবারবর্গের প্রতি সর্বোত্তম সহানুভূতি প্রকাশ করছি।
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)র সাথে আমাদের প্রত্যক্ষ সমন্বয় প্রয়োজন।
আমরা চাই ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যৌথ লড়াই!

ভারতীয় বিপ্লব জিন্দাবাদ!
বাংলাদেশী বিপ্লব জিন্দাবাদ!

পলাশ
অস্থায়ী নেতৃত্ব গ্রুপের পক্ষে
মাওবাদী একতা গ্রুপ
পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি

১ আগষ্ট ২০১০ ■

এক হাজারেরও বেশী বাংলাদেশী বিগত দশ বছরে ভারতীয় বিএসএফের হাতে নিহত হয়েছেন

এ এক বিয়োগান্তক উপাখ্যান। এক সমকালীন উদ্বেগের বিষয়।

বাংলাদেশী মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের রেকর্ড অনুসারে ১ জানুয়ারী ২০০১ থেকে ৩১ আগষ্ট ২০১০ পর্যন্ত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ ৯৯৮ জন বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে। অবশ্যই, এসংখ্যাটি আরও বেশি হবে। আরও বহুসংখ্যক আহত অথবা গুম হয়েছেন এবং অনেক নারী ধর্ষিতা হয়েছেন [দেখুন আমার দেশ, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১০ সংখ্যা, নীচের ফটো আমার দেশ পত্রিকা থেকে নেয়া]

বিভিন্ন সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জে শিবগঞ্জ সীমান্তে বিএসএফের হামলায় আহত ব্যবসায়ীদের কয়েকজন, শিবগঞ্জ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত এক বাংলাদেশী (ডানে)

কেন এই নৃশংসতা?

এটা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জন্য এক বিশেষ সমস্যা। যেহেতু এই দুই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলমান (ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে), তাই ভারতীয় সম্প্রসারণাদ তার ব্রাক্ষ্মণ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাদের সাথে এই আচরণ করে। এখানে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে পাকিস্তান বাংলাদেশের চেয়ে অনেক শক্তিশালি। তাই, ভারত পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের চেয়ে কম সুযোগই পায়।

কী এই ব্রাক্ষ্মণ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী?

সভাপতি সিরাজ সিকদার আবিষ্কার করেন যে বঙ্গভঙ্গের কারণ হিসেবে ছিল একটা ধর্মীয় দ্বন্দ্ব যা প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীসমূহ কর্তৃক মৌলিক দ্বন্দ্বে রূপ পেয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতে, পূর্ববাংলার কৃষকদের মধ্যকার সংখ্যাগরিষ্ঠরা মুসলমান হিসেবে হিন্দু সামন্তদের কর্তৃক নিপীড়িত ও শোষিত ছিল। এটা ধর্মীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। তাই, পূর্ববাংলার কৃষকরা ধর্মীয় ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টিকে সমর্থন করে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার রাজনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করুন। সেটা কি? এটা ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা দক্ষিণ এশিয়ায় একটা বিশেষত্ব যার মাধ্যমে শাসক শ্রেণীসমূহ তাদের শোষণ টিকিয়ে রাখতে পারে।

আমরা যদি এই দ্বন্দ্ব সমাধা না করি, দক্ষিণ এশীয় বিপ্লব সম্ভব হবেনা।

তরুণ
পূবাসপা (এমইউজি)
২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১০ ■

ফ্যাসিবাদের উদাহারণ

অক্টোবর ১১, ২০১০। একটা চলন্ত ট্রেন ভীড়ের ওপর এসে পড়লো। এটা কোন বাজারের ভীড় নয় বরং বিএনপির রাজনৈতিক র‌্যালির প্রস্তুতি। অন্ততঃ নয়জন লোককে হত্যা করে ট্রেন থামলো যা জমায়েতকে চালিত করলো ট্রেনে আগুণ ধরিয়ে দিতে। বিএনপি চেয়ারপার্সন যেমনটা দাবি করেন, এটা কি শাসক আওয়ামী লীগের তার সংসদীয় বিরোধীদের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণ? নিয়তির পরিহাস হচ্ছে এই যে বিগত বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের একটি সভায় গ্রেনেড হামলা হয়েছিল যাতে এক আওয়ামী কেন্দ্রীয় নেতাসহ অনেক লোক নিহত হয়েছিল। তাদের বুর্জোয়া পৃথিবীতে সবই সম্ভব। আমরা যদি তাদের প্রাত্যহিক অপরাধ সংঘটনের হিসাব নেই, এমন সম্ভাবনা কিন্তু উড়িয়ে দেয়া যায়না।

তাদের প্রাত্যহিক অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে তাদের প্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কী বলে?

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর তাদের সবশেষ দলিলে বর্তমান সরকারের ক্রমবর্ধিত খুনী অভিযানের এক বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে।

সবকিছু আগের মতোই রয়েছে। সমাজে এখনো ধর্মীয় গোঁড়ামী অনুশীলিত হচ্ছে ‘ধর্মনিরপেক্ষ” পর্দার নীচে।

গতকাল ২০ অক্টোবর, পুলিশের র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন তথাকথিত ‘ক্রসফায়ার’-এ দুইজনকে হত্যা করেছে। একজন হচ্ছেন পাবনায় পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)র এক কেন্দ্রীয় নেতা পবন। তিনি কয়েক বছর আগে গ্রেফতার হন। আরেকজন হচ্ছে কক্সবাজারে একজন আওয়ামী ছাত্রলীগের কর্মী। নিহতের পরিবার বলছে একই দলের অপর গ্রুপ র‌্যাবকে নিয়োগ করে তাকে হত্যা করতে।

৩ অক্টোবর ২০১০, সরকার “দ্রুত জ্বালানী সরবরাহ বিল” নামে এক বিল পাশ করে যাতে বলা হয়েছে কেউ তাদের জ্বালানী সেক্টরের কোন পদক্ষেপের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে পারবেনা। বিদ্যুৎ আমদানী এবং খনিজ তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রগুলি সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানীগুলির কাছে বিক্রীতে তাদের দুর্নীতি বাঁধাহীন করতে এই পদক্ষেপ।

গত বছর থেকে সরকার ‘যুদ্ধাপরাধীদের বিচার’-এর এক নাটক মঞ্চস্থ করছে। তারা ১৯৭১-এ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে এমন কতিপয় যুদ্ধপরাধীকে বিচারের সম্মুখীন করছে। একথা কেউই ভুলতে পারেনা যে শেখ মুজিব সকল ‘যুদ্ধপরাধীদের’ মুক্ত করে দিয়েছিল আর ভারতীয় বাহিনী সকল আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানী সৈন্যদল ও তাদের

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গিয়েছিল। তারপর বিগত চার দশক প্রত্যক্ষ করেছে সেইসব 'যুদ্ধপরাধীদের' পুনর্বাসন। হাসিনার বিগত ১৯৯৬-২০০১ সরকারসহ সকল সরকারই ইসলামী মৌলবাদীদের সমাজে গভীর শিকর গাঁড়তে সহযোগিতা করেছে। তারা ইসলামী মৌলবাদীদের আলিঙ্গন করতে পেরেছে কিন্তু তসলিমা নাসরিনকে সহ্য করতে পারেনি। তারা মাওবাদীদের ভূয়া ক্রসফায়ারে হত্যা করে কিন্তু ইসলামী মৌলবাদীদের বিচারের কথা বলে। সুতরাং, এটা হচ্ছে স্রেফ একটা নাটক যার মাধ্যমে তারা নিজেদের দেশপ্রেমিক হিসেবে জাহির করবে যেখানে তারাই কিনা এখন প্রধান অপরাধী।

তরুণ

পূবাসপা এমইউজি

২১ অক্টোবর ২০১০ ■

রূপগঞ্জে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিরোধকে অভিবাদন!

রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে রূপগঞ্জে সেনাবাহিনী কর্তৃক জনসাধারণের জমি অবৈধভাবে দখল করে অফিসারদের জন্য কোয়ার্টার তৈরির প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে গতকাল চল্লিশটি গ্রামের প্রায় দশ হাজার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একইসাথে সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‌্যাব ও আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের প্রতিরোধ শুরু করে। এতে পুলিশ ও র‌্যাবের গুলিতে অনেক লোক আহত হয়েছে

একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে আর দশজনের মতো নিখোঁজ রয়েছে। বিক্ষুব্ধ জনতা একটি সেনাক্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়েছে। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদেরও জনগণ পিটুনি দিয়েছে। পুলিশের কিছু বড়কর্তাও পিটুনি খেয়েছে। অতঃপর সেনাবাহিনী হেলিকপ্টারের সাহায্যে চারটি ক্যাম্পের সেনাসদস্যদের উঠিয়ে নিয়ে যায়। সেনাবাহিনী জনসাধারণের সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চলের সকল জমিজমা ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা নামমাত্র দামে অথবা বিনামূল্যে জমি নেওয়ার জন্য স্থানীয় দালালদের হাত করেছিল।

আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের এ এক বিস্ফোরণ। চাল, ডাল, তেল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বহুগুণ হওয়াতে এমনিতেই জনগণের অবস্থা শোচনীয়। গার্মেন্টস শ্রমিকরা তাদের ন্যূনতম বাঁচার মত মজুরী পাননি। কৃষকরা অত্যধিক দামে সার, তেল ও সেচ খরচ চালিয়ে চাষাবাদ করতে বাধ্য হচ্ছেন। সরকার পয়লা নভেম্বর থেকে নতুন করে হকার উচ্ছেদে নামছে। মরার ওপর খাড়ার ঘা'র মত জমি থেকে উচ্ছেদের চক্রান্ত নেমে আসছে জনগণের ওপর।

ঢাকা ও তার আশপাশ অঞ্চলের বহু জমি ভূমিদস্যুরা দখল করে চলেছে। বসুন্ধরা ও যমুনা গ্রুপের মতো সর্বাধিক বড় পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলো এসব জমি দখল করায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। এদের অনেকে আওয়ামী লীগ ও অনেকে বিএনপির সাথে যুক্ত। এছাড়া বহু পাতি ভূমি দস্যুগ্রুপ রয়েছে। এছাড়া প্রশাসন ও সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের নামে জনসাধারণকে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করছে। এ কোন নতুন ব্যাপার নয়। সেনাবাহিনীর চক্রান্ত এরই মধ্যে একটি। সেনাবাহিনী ঐ অঞ্চলের সাড়ে ছয় হাজার বিঘা জমি দখল করতে মাঠে নেমেছিল। বলা বাহুল্য সাধারন সিপাহীদের এতে কোন স্বার্থ নেই, আছে অফিসারদের।

ঢাকার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এ শহরতলীটি পুরোপুরি গ্রামাঞ্চল। একাত্তুরের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সময় এই গ্রামগুলি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল। অথচ বাংলাদেশ হওয়ার ঊনচল্লিশ বছর পরেও এখানে তথাকথিত কোন উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। ঢাকা থেকে ৪/৫ কিলোমিটার দূরে থেকেও ঢাকার সাথে সরাসরি কোন সড়ক যোগাযোগ নেই, যেতে হয় নৌপথে। না আওয়ামী লীগ না বিএনপি, কোন সরকারই এ অঞ্চলের জনসাধারণের পাশে দাঁড়ায়নি, বরং তথাকথিত ভোটের ভাঁওতাবাজী করে মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে।

এর থেকে মুক্তির পথ কী?

এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ গণযুদ্ধের পথ। মাওবাদী আদর্শে প্রতিবেশী ভারতে জনসাধারণ যেভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন আমাদেরও সেই পথেই এগুতে হবে। গ্রামাঞ্চলকে প্রধান করে এই গণযুদ্ধ শহরেও হবে। সভাপতি সিরাজ সিকদার আমাদের মুক্তির পথপ্রদর্শক। তিনিই এদেশে গণযুদ্ধ সূচিত করে গেছেন। সর্বহারার মতাদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে এদেশের বাস্তবতায় প্রয়োগ করে যে লাইন, নীতি ও কর্মপদ্ধতি তিনি সৃষ্টি করেছেন তাই হচ্ছে সিরাজ সিকদার চিন্তাধারা। এই মতাদর্শের ভিত্তিতে আমরা যদি নতুন গণযুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করতে পারি তবেই জনগণের বিদ্রোহ সার্থক রূপ পাবে। আসুন আমরা এর প্রস্তুতিকে জোড়ালোভাবে এগিয়ে নিই।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ জিন্দাবাদ! সভাপতি সিরাজ সিকদারের পথ নির্দেশক চিন্তাধারা জিন্দাবাদ!

মতাদর্শিক, রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে নয়া গণযুদ্ধের প্রস্তুতি এগিয়ে নিন!

নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম আমাদের লক্ষ্য!

অস্থায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কমিটি

মাওবাদী একতা গ্রুপ

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি

তারিখঃ ২৪ অক্টোবর ২০১০ ■

যৌথ বিবৃতি

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (মাওবাদী একতা গ্রুপ) [বাংলাদেশ]
কাংলেইপ্যাক কমিউনিস্ট পার্টি (কেসিপি) মনিপুর

দক্ষিণ এশিয়ার মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনসমূহের নয়া সমন্বয়ের পথে এগিয়ে চলুন!

দক্ষিণ এশিয়ার চলমান সংকটের একমাত্র জবাব হচ্ছে বিপ্লব। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের নিপীড়িত জনগণের উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য এতদঞ্চলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের পথনির্দেশনায় এক বিপ্লব প্রয়োজন। মাওবাদী বিপ্লবের রণনীতির অংশ হচ্ছে বিপ্লবের আন্তর্জাতিকীকরণ, তা সে ঔপনিবেশিক দেশই হোক আর সাম্রাজ্যবাদী দেশই হোক। উভয়তঃ যা অর্জিত হয়েছে তাকে রক্ষা করা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের পূর্ণ শক্তি অর্জন করার জন্য এটা প্রয়োজন। সর্বাধিক কার্যকর আত্মরক্ষা হচ্ছে সেইসব দেশে বিপ্লবকে ছড়িয়ে দেয়া হস্তক্ষেপকে বিরোধিতা করতে এবং নিজ শ্রেণীস্বার্থ উদ্ধারে। ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে মোকাবেলা করতে শ্রমিক শ্রেণী ও নিপীড়িতদের অবশ্যই নিজস্ব গণফৌজ তৈরী করতে হবে। এমন লড়াকু হাতিয়ারসমূহের ওপর দাঁড়িয়ে নিপীড়িত জাতিসমূহ ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে গণযুদ্ধের মধ্যদিয়ে ক্ষমতা দখল করতে পারে।

আমরা বিশ্বাস করি, সঠিক রণকৌশল সঠিক রণনীতি থেকে আসে, আর সঠিক রণনীতি এক সঠিক মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক লাইন থেকে আসে। আমরা বিশ্বাস করি, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংশোধনবাদ, একাধিপত্যবাদ ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধকার সংগ্রামের সাথে হাত ধরাধরি করে চলে।

আমরা বিশ্বাস করি, শাসক ঔপনিবেশিক বুর্জোয়ারা কখনোই সংগ্রাম বিনা ক্ষমতা ছেড়ে দেবেনা। উপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব কেবল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের জন্য জনমত সৃষ্টি করার মাধ্যমেই।

আমরা বিশ্বাস করি, দক্ষিণ এশীয় ভূখণ্ডে যেকোন সশস্ত্র অভ্যুত্থান অনিবার্যভাবে ধ্বংস হবে জনগণের শক্তিমত্ত বিপ্লবী স্তরসমূহের গণ সমর্থনের এক বস্তুগত পরিস্থিতির উত্থান না ঘটা পর্যন্ত। দক্ষিণ এশিয়ার মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনসমূহের সমন্বয় কমিটি (কমপোসা)র অনস্তিত্ব দক্ষিন এশিয়ার নতুন প্রজন্মের কমিউনিস্টদের ভারাক্রান্ত করেছে। দক্ষিণ এশীয় কমিউনিস্টদের নতুন প্রজন্ম উদ্দীপনার সাথে এতদঞ্চলের নিপীড়িত জনগণের মধ্যে এক সমন্বয়ের দাবী করেছেন। তাই পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (মাওবাদী একতা গ্রুপ) বাংলাদেশ এবং কাংলেইপ্যাক কমিউনিস্ট পার্টি (কেসিপি) মনিপুর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চালিয়েছে এবং আমরা দৃঢ়ভাবে একমত হয়েছি দক্ষিণ এশীয় মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনসমূহের এক নয়া সমন্বয় কমিটি গড়ার একটা প্রক্রিয়া সূচিত করায়। সভায় একে বাস্তবায়ন করার জন্য এক প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে, এবং বাংলাদেশের কমরেড পলাশ এবং মনিপুরের কমরেড ইয়েইবি-লেন যথাক্রমে আহ্বায়ক ও সহ আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যদের অনুমোদন পাওয়ামাত্রই আমরা তাদেরকে কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করবো।

নভেম্বর, ২৭, ২০১০ ■

বিবৃতি

২ জানুয়ারী, ২০১১

শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারের ৩৬-তম শাহাদাত বার্ষিকীতে বিবৃতি

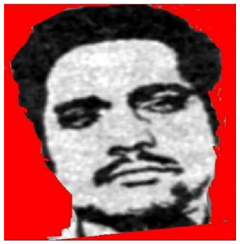

২রা জানুয়ারী হচ্ছে সেই দিন যেদিন পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড সিরাজ সিকদার ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের হাতে শহীদ হয়েছিলেন। সিরাজ সিকদার হচ্ছেন বাংলাদেশের মহানতম সন্তান যিনি সেখানে সর্বহারা শ্রেণীকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকাশ হিসেবে মাও চিন্তাধারাকে হাতে তুলে নিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেই ভিত্তিতে তিনি সঠিকভাবে পূর্ববাংলার সমাজকে ঔপনিবেশিক-আধা সামন্তবাদী হিসেবে বিশ্লেষণ করেন এবং সর্বহারা শ্রেণীকে নেতৃত্ব দেন তাঁর নিজ পার্টি গড়ে তুলতে, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তাঁর বাহিনী গড়ে তোলায়, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে সমাবেশিত করার মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট গঠনে। তাঁর নেতৃত্বে পার্টি দুইবার ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলায় সক্ষম হয়ঃ একবার বরিশাল জেলার বদ্বীপের পেয়ারাবাগান অরণ্যে, আর পরবর্তীতে ’৭২-’৭৫ সময়কালে পার্বত্য চট্টগ্রামে।

তাঁর এই ধারণার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ছিল যে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের উপনিবেশ এবং পরবর্তীতে ভারতের উপনিবেশ। সেই বিশ্লেষণ থেকে তিনি এগিয়ে যান সর্বহারা শ্রেণীকে জাতীয় মুক্তির জন্য লড়তে নেতৃত্ব দিতে। তার উপলব্ধি ছিল যে সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্ত সকল দেশই সারবস্তুতে উপনিবেশ। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি পরিষ্কারভাবে তার এই ধারণাকে সঠিক প্রমাণ করে।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক বাংলার সাম্প্রদায়িক শ্রেণী দ্বন্দ্বের ওপর তাঁর একটা ভাল উপলব্ধি ছিল। দক্ষিণ এশিয়ার সাধারণ পরিস্থিতি এবং সমকালীন বিশ্ব এই ধারণাকেও সঠিক প্রমাণ করে।

তিনি পূর্ববাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদকে মূর্ত করেন এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই নিশানাবদ্ধ করেন। তার উপলব্ধি ছিল এই যে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ,

আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং আধা-সামন্তবাদের প্রতিনিধি। এটাও হচ্ছে একটা নির্ধারক চিন্তা যা আজকের বিশ্ব কমিউনিস্টদের অতি অবশ্যই বুঝতে হবে।

এই দিনে, যখন বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা হাজারো শহীদের স্মরণে জাতীয় শহীদ দিবস উদ্‌যাপন করছেন, আমরা সেই পূবাসপার নতুন প্রজন্মের মাওবাদীদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রদান করছি যারা পার্টিকে পুনর্গঠন করতে ও গণযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে জোরালো প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

গৌরবোজ্জ্বল কমরেড সিরাজ সিকদার অমর!

সিরাজ সিকাদারের ঐতিহ্য জিন্দাবাদ!

বিপ্লব জিন্দাবাদ

দক্ষিণ এশিয়ার মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনসমূহের নয়া সমন্বয় কমিটির জন্য প্রস্তুতি কমিটি

[পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (মাওবাদী একতা গ্রুপ)/বাংলাদেশ ও কাংলেইপ্যাক কমিউনিস্ট পার্টি, মনিপুর] ■

প্রতিক্রিয়াশিল ফ্যাসিবাদী সৌদি বর্বর রাষ্ট্র কর্তৃক নৃশংসভাবে ৮ বাংলাদেশী শ্রমিকের প্রকাশ্য শিরচ্ছেদের প্রতিবাদে বিবৃতি
ঘৃণা করুন! প্রতিরোধ করুন সৌদি বর্বর ফ্যাসিস্টদের!

ফ্যাসিবাদী সামন্ত রাজতন্ত্রী সৌদি শাসকগোষ্ঠী বিচারের নামে ৮ বাংলাদেশী শ্রমিকের প্রকাশ্যে শিরচ্ছেদ করেছে। এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে এ তথ্য জানা গেছে, বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে নয়। বাংলাদেশী ২২ লাখ শ্রমিক সৌদি আরবে কর্মরত। সারা পৃথিবীতে ৬০/৭০ লাখ বাংলাদেশী কর্মরত। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধান ২টি আয়ের খাতের মধ্যে একটি হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ। এই অর্থ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার সঞ্চয় গড়ে ওঠে। অথচ এই শ্রমিকদের রক্ষা করার ন্যুনতম আগ্রহ নেই এই দালাল রাষ্ট্রের। বাংলাদেশীরা এভাবেই নির্মমভাবে প্রান হারাচেছন সৌদি বর্বরদের হাতে, অজস্র বাংলাদেশী শিশু প্রাণ হারিয়েছে আরব শেখদের উটের দৌড়ে ব্যবহৃত হয়ে, ভুমধ্যসাগরে নৌকা ডুবে নিহত হয়েছে শত বাংলাদেশী শ্রমিক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইউরোপ হয়ে মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া--সর্বত্র বাংলাদেশী শ্রমিকরা হচ্ছেন লাঞ্চিত-অপমানিত।

কিন্তু বাংলাদেশের সরকার নিরব কেন? যাদের অর্থে ঔপনিবেশিক এই পুঁজিবাদী-সামন্তবাদী রাষ্ট্র সচল হয় তাদের প্রতি কেন এই অবিচার?

সৌদি আরবের রাষ্ট্রের চরিত্র কী? বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র কী?

সকলেই জানেন সৌদি আরবের রাষ্ট্রব্যবস্থা হচ্ছে রাজতন্ত্রী স্বৈরতন্ত্রী যা টিকে আছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদের মদদে। সেখানে জনগণের বিন্দুমাত্র তথাকথিত 'গণতন্ত্র'ও নেই। শাসক সামন্ত-বুর্জোয়ারা যে কোন সময় যে কোন অযুহাতে মানুষ হত্যা করতে পারে , আর এটা যে কত ভয়াবহ তা মানুষ প্রত্যক্ষ করলেন প্রকাশ্য শিরচ্ছেদের ঘটনায়। সৌদি শাসকরা হচ্ছে মার্কিনের পুতুল যারা মার্কিনকে মধ্যপ্রাচ্যে নিজ আরব জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে ঘাঁটি করতে দিয়েছে, সবরকম সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। এরাই মার্কিন সহযোগে বাংলাদেশে তথাকথিত ইসলামী মৌলবাদের প্রধান আর্থিক মদদদাতা। এদেরই পেট্রো ডলারে বাংলাদেশে মৌলবাদীরা অনেক তথাকথিত ইসলামী মৌলবাদী ব্যাংক গড়ে তুলেছে যা দিয়ে তারা তাদের তৎপরতা চালাচ্ছে। আর বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে সৌদি বর্বরদের মতোই ধর্মান্ধ গড়ে তুলছে এদেশে। আজকে যখন আরব জাতিসমূহের জনগণ জেগে ওঠেছেন তখন এটা কি পরিষ্কার নয় যে মার্কিনীরা ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা চায়না সৌদি আরবেও সেটা ঘটুক। বাংলাদেশীরা সৌদি জনগণের একটা গুরুত্বপুর্ণ অংশ। সুতরাং সৌদি জাতির জাগরণে বাংলাদেশীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। বাংলাদেশের শ্রমিকরা সেখানে সর্বাধিক শোষিতদের মধ্যে পড়ে। সেখানে তারা মধ্যযুগীয় দাসদের মতোই খাটেন।

আর বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকেরা ভারতকে করিডোর দিতে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে তারা সেটা দিয়ে দিয়েছে। এখন যখন তখন ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে পারবে। অন্যদিকে তিস্তার পানি বাংলাদেশ পায়নি। দ্রব্যমূল্য মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণ এখন ১০০ গ্রাম কাঁচামরিচ কিনতেও সক্ষম নন। সরকার তেল ও গ্যাসের দাম বাড়ানোয় যাতায়ত খরচ বেড়ে গেছে মারাত্মকভাবে। স্থানান্তর কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে অত্যন্ত কঠিণ। সরকার ভোট জালিয়াতি করে ক্ষমতায় আসার জন্য তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথা বাতিল করেছে। সরকারী র‍্যাব-পুলিশ নিয়মিতভাবে ভূয়া ক্রসফায়ারে জনগণকে হত্যার পাশাপাশি ভূয়া গণপিটুনিতে মানুষ হত্যা করছে। পুলিশী তদন্তেই বেরিয়ে এসেছে সাম্প্রতিককালে সাভারে ভূয়া গণপিটুনিতে ছাত্র হত্যা করেছিল পুলিশ। সীমান্তে নিয়মিত মানুষ হত্যার পাশাপাশি পিটিয়ে ও পাথর মেরে বাংলাদেশীদের হত্যা করছে ভারতীয় বর্বর বিএসএফ বাহিনী। দেশের গ্যাস ও তেলক্ষেত্রগুলি ইতিমধ্যেই সরকার সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানীগুলির কাছে দিয়ে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত একটি রাজাকারের বিচারও সম্পন্ন করেনি তারা, বরং কালক্ষেপন করছে। সুতরাং সরকার জনগণের জান মাল রক্ষা করেনা বরং ধ্বংস করে। বাংলাদেশের শাসকশ্রেণী হচ্ছে মার্কিন-ইউরোপ-সৌদি-ভারত-চীন-রাশিয়া ও জাপানের দালাল। সারা পৃথিবীতেই সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষের রক্ত শুষে নিচ্ছে। আমেরিকার ওয়াল স্ট্রীট থেকে লন্ডন-প্যারিস সর্বত্র জনগণ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আজকে লড়ছেন। পেরু-ভারত-ফিলিপাইনে মাওবাদী আদর্শে গণযুদ্ধ চলছে। আমাদের দেশেও সে পথ প্রবর্তন করেছিলেন শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ হচ্ছে সর্বহারাশ্রেনী-কৃষক-মধ্যবিত্তসহ সমগ্রবিশ্ব জনগণের মুক্তির আদর্শ।

এই আদর্শে সারা পৃথিবীতে সর্বত্রই মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে হবে।

নয়াগণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ হচ্ছে মুক্তির পথ!

আসুন সেই পথে এগিয়ে চলি!!

শোভন রহমান

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (মাওবাদী একতা গ্রুপ)

তারিখঃ ০৯/১০/২০১১ ■

মাওয়িস্ট রোড ম্যাগাজিনের প্রতি আমাদের পত্র

১ম পত্র

প্রিয় কমরেডগণ,

আমাদের তরফ থেকে আমরা কিছু পরামর্শ দিতে চাই।

১। রিম ও কমপোসার ধ্বংসের জন্য দায়ী সংশোধনবাদকে খুঁজে বের করুন।

২। একীকৃত নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)কে সংশোধন করুন। তারা এখনো সংশোধনবাদী পথে চলছে। তারা তাদের সংশোধনবাদী সাথীদের সাথে পদ ও ক্ষমতার আপোষ করেছে। এখন এমনকি কমরেড গৌরব এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে শান্তি ও সংবিধান রচনা হচ্ছে তাদের প্রধান কাজ।

৩। নিজেদের সংশোধন করুন (সেইসব পার্টির প্রতি যারা নেপালের সংশোধনবাদী লাইনকে উর্দ্ধে তুলে ধরার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে গোল্লায় যেতে সাহায্য করেছেন)। তাই, আমাদের প্রশ্ন হল, আপনারা কি দু'য়ে মিলে এক হওয়ার সেই একই সংশোধনবাদী পথে হাঁটছেন না?

সুতরাং, সংশোধনবাদকে খণ্ডন ও সামগ্রিক বর্জন করা ব্যতীত কোন নয়া রিম ও কমপোসা হতে পারে না।

তাই, মধ্যপন্থা নিপাত যাক!
সুবিধাবাদ নিপাত যাক!
মালেমা জিন্দাবাদ!

শোভন রহমান
পূবাসপা (এমইউজি) [বাংলাদেশ]
আগষ্ট ১৫, ২০১১ ■

দ্বিতীয় পত্র

কমরেডগণ,

আমরা আমাদের প্রথম পত্রে যেসব পয়েন্ট তুলে ধরেছিলাম তা পুনরায় উত্থাপন করছি। জবাবে আপনারা আপনাদের অনুসৃত মধ্যপন্থা ও সুবিধাবাদ বজায় রেখেছেন। এটা সেই একই ভূমিকা যা এভাকিয়ানের নেতৃত্বে আরসিপি ইউএসএ তথা রিম কমিটি গ্রহণ করেছিল পেরুতে তথাকথিত শান্তি লাইনের কথা বলে, আর তারাই যে নেপালে সংশোধনবাদের উত্থানে ভূমিকা রেখেছিল নেপালের ডান সুবিধাবাদীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে তা সবাই জানে। কিরন-গৌরব-বসন্তরা এখনো এভাকিয়ানের ভক্ত!

আমাদের দেশে আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে ৯০ দশকের শুরুর দিকে পূবাসপায় সর্বগ্রাসী ডান সুবিধাবাদী লাইনের উদ্ভব ঘটেছিল তা পার্টি ও বিপ্লবের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট ছিল। আর রিম কমিটি এই লাইনের ধারক ডান সুবিধাবাদী পূবাসপা (সিসি গ্রুপ) [এই সিসি গ্রুপ নামটিও রিম কমিটি প্রদত্ত]-এর সাথে ও সেই সাম্যবাদী দলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলেছিল যারা বহু পূর্বে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিত্যাগ করেছিল। মজার ব্যাপার আজকে আপনাদের ডাকা রিমের বিশেষ অধিবেশন আসলে আপনাদের-ভারতের নক্সালবাড়ি গ্রুপ-নেপালের কিরন গৌরব বসন্ত গ্রুপ ও বাংলাদেশের আক নেতৃত্বাধীন পূবাসপা সিসি গ্রুপের যৌথ উদ্যোগ। এসকল পার্টিই প্রচণ্ড নেতৃত্বাধীন নেপালী সংশোধনবাদীদের আত্মসমর্পণবাদকে উর্দ্ধে তুলে ধরেছিল এবং সবশেষে এক "গোপন দুই লাইনের সংগ্রাম"-এর নসিহত করেছে। আক সিসি যুক্তি দিয়েছিল--মাও যদি চিয়াং কাই শেকের সাথে সম্মিলিত সরকারে যোগ দিতেন তাহলে কী হতো?

কী বিশ্বাসঘাতক যুক্তি!

যাকে তারা নয়া থিসিস বলছে, সেই সর্বশেষ দলিলে আক সিসি ইতিহাসের যাকিছু ইতিবাচক দিক তাকে সংগ্রাম করেছে ইতিহাসের যাকিছু নেতিবাচক তার পক্ষ নিয়ে। সেখানে তারা নিজ দেশের সিরাজ সিকদার চিন্তাধারা এবং আন্তর্জাতিকভাবে পেরুর কমিউনিস্ট পার্টি ও গনসালো চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কেন্দ্রিভূত করেছে, যেখানে তারা এভাকিয়ানের নয়া সংশ্লেষণকে আলিঙ্গন করেছে তাকে বিবেচনায় নেওয়ার মধ্য দিয়ে। এখন আপনাদের মতো, তারাও বলছে যে নেপালে কিরন-বসন্ত-গৌরবের নেতৃত্বে বিপ্লব পরিচালিত হচ্ছে!

নেপালে বিপ্লবের আর কী বাকি আছে?

কিরন-গৌরব-বসন্ত অতীতে প্রচণ্ড-বাবুরামের অনুসারী ছিল। কয়েকবছর আগে, বসন্ত প্রচণ্ডের নির্দেশে বাংলাদেশে এসেছিল চরম সংশোধনবাদী পার্টি বাসদের সম্মেলনে যোগ দিতে। সেখানে সে বাংলাদেশের মাওবাদীদের গোঁড়ামীবাদী আখ্যা দিয়েছিল। এখনো তারা প্রচণ্ড-বাবুরামের পার্টিতে তাদেরই সাথে ঐক্যবদ্ধ। সত্যিকার অর্থে তাদের মধ্যে কোন দুই লাইন নেই। ২০০৬ সাল থেকে নেপালে চলে আসা আত্মসমর্পণবাদী লাইনের তারা বিরোধী নয়। বরং তারা যা চান তা হচ্ছে 'মর্যাদাপূর্ণ আত্মসমর্পণ'। আর একেই আপনারা মহিমান্বিত করতে চাইছেন। তাই নয় কি?

তাহলে আপনারা কোন লাইন অনুসরণ করছেন?

এটা কি দুইয়ে মিলে এক হওয়ার সংশোধনবাদী পথ নয়?

এর চেয়ে অধিক সুবিধাবাদী আর কী হতে পারে?

দুঃখজনকভাবে একই ঘটনা কমপোসার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) নেপালী সংশোধনবাদের বিরোধী বলেই আমরা জানি। তারা যখন কমপোসা ও আট পার্টির বিবৃতিতে স্বাক্ষর করলো তা যথেষ্টই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

তাহলে কি রিম ও কমপোসা পুনর্গঠিত হবে মধ্যপন্থা ও সুবিধাবাদের ভিত্তিতে, যেমনটা নব্বই দশক থেকে রিমের ক্ষেত্রে হয়ে এসেছে?

আমরা কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক ঐক্য ও সংগঠনে বিশ্বাসী। কিন্তু তাকে হতে হবে মালেমার ভিত্তিতে, মধ্যপন্থা ও সুবিধাবাদের ভিত্তিতে নয়।

মধ্যপন্থা চুর্ণ করো!
সুবিধাবাদ চুর্ণ করো!
সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ জিন্দাবাদ!
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ জিন্দাবাদ!

শোভন রহমান
পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (মাওবাদী একতা গ্রুপ)
নভেম্বর ১৫, ২০১১ ■

যৌথ বিবৃতিঃ

নভেম্বর ৭, ২০১১

আসুন জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবেলা করি!

আজ পৃথিবীর জনগণ এক গুরুত্বপুর্ণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছেনঃ জলবায়ু পরিবর্তন। পুঁজিবাদী, ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক বিকাশ পৃথিবীকে আকৃতি দান করেছে উৎপাদিকা শক্তিসমূহ উন্নীত করে সেইসাথে প্রকৃতিকে বাঁধাগ্রস্থ ও ধ্বংস করে।

দ্বান্দ্বিকভাবে দেখলে, একদিকে পুঁজিবাদ বিশ্বের জনগণকে এনে দিয়েছে তুলনামূলক ভাল জীবনের সম্ভাবনা আর অন্যদিকে গ্রহটিকে ধ্বংস করছে।

মার্কস ও এঙ্গেলস এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, এঙ্গেলস শহর ও গ্রামের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন। শহরাঞ্চল বুর্জোয়াদের সাথে জন্ম নিয়েছে, তার মৃত্যুও তাদেরই সাথে। চীনে গড়ে ওঠা গণকমিউনগুলো এই পথ প্রদর্শন করে।

আমাদের নিজ নিজ দেশে বিকাশ একে প্রদর্শন করে এক তাৎপর্যপুর্ণ উপায়ে।

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পেয় পানিতে আর্সেনিক দূষণ মোকাবেলা করছেন যার কারণ হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানির অবৈজ্ঞানিক অপব্যবহার। উপনিবেশবাদ ও আধা-উপনিবেশবাদ শোষণের এক অন্ধ বিকাশের প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত করেছে এর এক মুল্য হিসেবে প্রকৃতির ভারসাম্য ধ্বংস করে।

ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা ও হেপাটাইটিসের মতো রোগগুলি কোনভাবেই 'প্রাকৃতিক' রোগ নয় বরং তাহচ্ছে স্রেফ উৎপাদিকা শক্তিগুলির অবৈজ্ঞানিক বিকাশের ফল।

বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক বিকাশ জনগণকে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় অক্ষম করে তুলেছে আর যে-উৎপাদন জনগণের সেবায় নয় বরং সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানীসমূহের ও তাদের বুর্জোয়া দালালদের সেবায় নিয়োযিত তার ফল হিসেবে নদীগুলোকে ব্যাপক দূষণের মাধ্যমে জৈবিক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে আর একদা গহীন অরণ্য এই দেশকে করেছে বনশুণ্য।

সেইসব সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানীসমূহ, উদাহারণস্বরূপ যারা ফ্রান্সে সস্তা দরে পোষাক বিক্রী করছে। এক শক্তিশালি বুর্জোয়া রাষ্ট্রসহকারে ফ্রান্স এক পুঁজিবাদী দেশ। সে বাংলাদেশের বাস্তবতা জানেনা। সে একটা শক্তিশালি সমাজ গণতন্ত্র সহযোগে সাম্রাজ্যবাদী বেলুনের মধ্যে বাস করে--বাংলাদেশ যা থেকে অনেক দুরে।

কিন্তু রকমফের থাকলেও বস্তুত একই সমস্যা লক্ষ্য করা যায়।

প্যারিস শহরের জন্ম ফরাসী বুর্জোয়াদের শহর হিসেবে; আর উনিশ শতকের শেষে বুর্জোয়া ধ্রুপদীবাদ ও রোমান্টিকতাবাদে পুর্ণ এক সাধারণ চরিত্র প্রদান করে ব্যারন হফম্যান শহরটিকে পুনর্নির্মাণ করেন।

এই প্রক্রিয়ায় প্যারিস সারা দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রক্ত শুষে নিয়েছে এবং এখনো বাড়ছে দরিদ্রতমদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে শহরতলীতে ঠেলে দিয়ে, অন্য বড় শহরগুলিকে ৩০০ কিলেমিটার দুরে আটকে দিয়ে--যারা কিনা একই পথ অনুসরণ করছে তাদের জন্য মডেল হয়ে।

সবকিছুকে এই প্রক্রিয়ার জন্য নিবেদন করা হয়েছে। ফ্রান্স নিজেকে রূপান্তর করছে প্যারিসীয় কেন্দ্রসমেত অন্য বড় শহরগুলিকে নিয়ে এক বৃহৎ শহরাঞ্চলে, আর তারপর রয়েছে সড়ক ও আধা শহরীকৃত এলাকা, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত শিল্প কারখানার এক পুরো দেশ। প্রকৃতিকে মূল্যহীন বিবেচনা করা হয়েছে, এক মনুষ্য জীবনের প্রকাশের অসম্ভাবনা হতাশা আনে, জঙ্গী রোমান্টিকতাবাদ হিসেবে ফ্যাসিবাদ আনে—একটা মতাদর্শ যা দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের ভাণ করে।

রকমফের সত্ত্বেও, এই ধরণের সমস্যাগুলো বাংলাদেশ ও ফ্রান্সে চুড়ান্ততঃ একই যা হচ্ছে পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক বিকাশের ফল।

বিশ্বজনগণ শান্তিপুর্ণ ও প্রগতিশীল জীবন চান, যেখানে তারা সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিকশিত করতে পারবেন, তাঁরা এক মানবীয় সভ্যতার দাবী করেন।

আর তারা জানেন যে এর জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হবে, তাদের প্রয়োজন নিপীড়ণ ও শোষণের বিরুদ্ধে এক গণযুদ্ধের। বিশ্বজনগণ পুঁজিবাদী শোষণ ও এর দূষণ কর্তৃক এই গ্রহের রূপান্তর হতে দেবেন না।

তাঁরা চান সুন্দরবনের সুন্দরী ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বেঁচে থাক, তাঁরা চান প্যারিসের আকাশে তারা দেখতে–'আলোঝলোমল শহর' কৃত্রিম মরীচিকা ও লোভে পুর্ণ বুর্জোয়া জীবনের সেবাকারী সেই প্যারিস শহর নয়।

আসুন বিশ্ব বিপ্লবের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবেলা করি!

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী)

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (মাওবাদী একতা গ্রুপ) ■

যুক্ত বিবৃতি

নভেম্বর ২৮, ২০১১

“একদিন মুক্ত ভারত আবির্ভূত হবে দুনিয়ায়”

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল অঞ্চলে কমরেড কোটেশ্বর রাও ওরফে কিশেনজির পাশবিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা জানতে পেরে আমরা গভীর শোকাহত।

এই হত্যাকাণ্ড আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে আঘাত করেছে। কারণ আমরা কমিউনিস্ট, কারণ ভারত হচ্ছে একটা বিশাল দেশ যেখানে বিশ্বজনগণের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাস করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতীয় সংস্কৃতির অবদান বহুবিধ, আর এটা অব্যাহতই থাকবে।

ভারতের গুরত্বের ওপর মাও যতটা জোর দিয়েছেন ততটা আর কেই বা দিতে পারেঃ

“একদিন চীনের মতই ভারত দুনিয়ায় আবির্ভূত হবে সমাজতন্ত্র ও জনগনতন্ত্রের মহান পরিবারের অংশ হিসেবে। সেই দিন মানব ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার যুগের অবসান ঘটাবে।”

(মাওসেতুঙ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক বি.টি. রণদিয়েভের কাছে টেলিগ্রাম, নভেম্বর, ১৯, ১৯৪৯)

তাইতো প্রকৃত কমিউনিস্টরা কখনোই ভারতকে ভুলতে পারেননা, তাইতো কমরেড কোটেশ্বর রাও কিশেনজির মৃত্যু এক ভয়ংকর ব্যাথা, শুধু ভারতীয় বিপ্লবের জন্য নয়, বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের জন্যও।

আর যখন ভারত সম্পর্কে আমরা খুব অল্পই শুনি, আমাদের মনে হয় তা বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা সংস্কৃতি, রাজনীতি ও মতাদর্শে বিশেষত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) এবং তার নেতৃত্বাধীন গণযুদ্ধ সহকারে ভারতের জনগণের কর্মকাণ্ডের সঠিক প্রতিফলন নয়।

আমাদের আশা, সিপিআই (মাওবাদী) বোঝে যে বিরাট গুরুত্ব আমরা সারা দুনিয়ার কমিউনিস্টরা তাদেরকে দিয়ে থাকি। আমাদের আশা সিপিআই (মাওবাদী) তার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বোঝে। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ভারতীয় গণযুদ্ধকে যে কোন মূল্যে ধ্বংস করতে চায়। আমাদের আশা সিপিআই (মাওবাদী) তার সংগ্রামের মাত্রা ভালভাবেই বোঝে। এমনকি যদিও সিপিআই (মাওবাদী) ভারতের শ্রমিকশ্রেনীর জন্য, এমনকি যদি এই সংগ্রাম একটি জাতীয় সংগ্রামও হয়, আন্তর্জাতিক স্তরের এক বিপ্লব/প্রতিবিপ্লব দ্বন্দ্ব এখানে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

পেরুর কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড গনসালোর গ্রেফতার এবং নেপালের সংশোধনবাদে রূপান্তরের ফলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের বর্তমান কঠিণ পরিস্থিতিতে বিশ্বে ভারতীয় গণযুদ্ধ এক আলোক বর্তিকা রূপে আবির্ভূত হয়েছে।

গতকাল ভারতের গণযুদ্ধ সম্পর্কে খুব কম লোকই জানত, আজকে এর প্রভাব খুবই বিরাট, এটা গোটা গ্রহটিতে জ্বলজ্বল করছে।

এই কারণে সিপিআই (মাওবাদী) পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সাথে দরকষাকষি করতে পারেনা, যেমনটা করা হয়েছে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারগুলো কখনো এর কোন নিশ্চয়তাই দিতে পারেনা যেহেতু তারা আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লবের প্রতি পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত।

একইভাবে, উদাহারণস্বরূপ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যা মাথাব্যাথা সেই নেপালে ব্যর্থতা..র মত সমস্যাগুলোর প্রতি সিপিআই (মাওবাদী) নীরব থাকতে পারেনা এবং শহর গ্রাম দ্বন্দ্ব, পরিবেশবিদ্যা, বহুজাতিক কোম্বানীগুলোর লোভের বিরুদ্ধে আমাদের গ্রহটিকে রক্ষা করার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিতেও নীরব থাকতে পারেনা।

এখানে উল্লেখিতগুলির মত বহুবিধ প্রশ্নে, সিপিআই (মাওবাদী) সংগ্রামের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে আছে, এবং তাকে এসবকিছুকেই সাংস্কৃতিক, মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক স্তরে প্রকাশ করতে হবে।

ভারতের গণযুদ্ধ মোকাবেলা করছে আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লব কর্তৃক পরিচালিত এক বিরাট প্রতি আক্রমণকে। একে জয় করতে ভারতের গণযুদ্ধকে অবশ্যই অন্য সব দেশের বিপ্লবীদেরও মতাদর্শিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক হাতিয়ার প্রদান করে সহায়তা করতে হবে।

বাংলাদেশের পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (মাওবাদী একতা গ্রুপ) ও মনিপুরের কাংলেইপ্যাক কমিউনিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির যৌথ দলিলে যেমনটা বলা হয়েছেঃ

“আমরা বিশ্বাস করি, সঠিক রণকৌশল সঠিক রণনীতি থেকে আসে, আর সঠিক রণনীতি এক সঠিক মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক লাইন থেকে আসে। আমরা বিশ্বাস করি, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংশোধনবাদ, একাধিপত্যবাদ ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধকার সংগ্রামের সাথে হাত ধরাধরি করে চলে।

আমরা বিশ্বাস করি, শাসক ঔপনিবেশিক বুর্জোয়ারা কখনোই সংগ্রাম বিনা ক্ষমতা ছেড়ে দেবেনা। উপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব কেবল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের জন্য জনমত সৃষ্টি করার মাধ্যমেই।

আমরা বিশ্বাস করি, দক্ষিণ এশীয় ভূখণ্ডে যেকোন সশস্ত্র অভ্যুত্থান অনিবার্যভাবে ধ্বংস হবে জনগণের শক্তিমত্ত বিপ্লবী স্তরসমূহের গণ সমর্থনের এক বস্তুগত পরিস্থিতির উত্থান না ঘটা পর্যন্ত।”

বস্তুগত পরিস্থিতির সেই সময় আসছে, এবং সেই সম্ভাবনাসমূহ কাজে লাগানো যাবে কেবল যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক মতাদর্শ হিসেবে উপলব্ধি করা হয়, যদি

সংগ্রামের পরিধিকে একদিকে জাতীয় হিসেবে বোঝা হয়, কিন্তু অন্যদিকে বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের যুগে আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসেবেও তাকে বুঝতে হবে।

বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের অংশ হিসেবে ভারতের গণযুদ্ধের বিজয় অনিবার্য!

আসুন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের ভিত্তিতে এক নতুন আন্তর্জাতিক গড়ে তুলি!

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (মাওবাদী একতা গ্রুপ)

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী) ■

যৌথ ঘোষণা

কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক ঐক্যের জন্য দরকার হচ্ছে সংশোধনবাদ ও মধ্যপন্থাকে পরাজিত করা !

দুনিয়ায় স্বতস্ফূর্ত শ্রেণীসংগ্রামের জাগরণ উন্মোচন করে দিয়েছে নেপালে প্রচণ্ডবাদী সংশোধনবাদের আত্মসমর্পণবাদী বিশ্বাসঘাতকতা আর বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন, রিম-এর নেতৃত্বকারী ভূমিকার অবলুপ্তি।

এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) [সিপিএন (এম)] রিমের সদস্য হয়েও মাওবাদী নামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে পুরোনো প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার কর্মকে বর্জন করার সংশোধনবাদী প্লাটফরম আঁকড়ে ধরে, গণযুদ্ধকে বর্জন করে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, জনগণকে নিরস্ত্র করে, ইতিমধ্যে জয় করা গণক্ষমতার ঘাঁটিগুলোকে ভেঙে দিয়ে এবং তার নিজ গণ মুক্তি বাহিনীকে শোষকদের প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীতে বিলীন করে এবং চূড়ান্ততঃ সংশোধনবাদী মশাল পার্টির সাথে একীকৃত নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) [ইউসিপিএন (এম)]-তে একীভূত হয়ে এবং অন্য সকল সুবিধাবাদী পার্টিসমূহের সাথে আপোষে এসেছে ভূস্বামী, বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদের শ্রেণী একনায়কত্বকে রক্ষা করতে এবং জনগণের ওপর এদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে।

একইভাবে, এটাও স্বতঃপ্রমাণিত যে, সিপিএন(এম)-এর সংশোধনবাদ ও বিশ্বাসঘাতকতার সামনে নীরব থেকে রিম কমিটি আন্তর্জাতিক নেতৃত্বকারী কেন্দ্রের ভূমিকা থেকে বাস্তবে অব্যাহতি নিয়ে রিমের সম্মানকে ক্ষুন্ন করেছে। রিমের ভেতরে সুবিধাবাদী ধারাগুলোকে সহাবস্থানের অনুমতি দিয়ে, লাইনগত সংগ্রামকে বৈঠিক উপায়ে বিধি নিষেধের বেড়াজালে আঁটকে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন (আইসিএম) ও বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণীর কাছে আলোচনাসমূহকে গোপন করে সে বিশ্ববিপ্লব ও কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক ঐক্যের বড় ক্ষতি করেছে।

তাই, বিগত দশকসমূহে সাম্রাজ্যবাদের গভীর বৈশ্বিক দ্বন্দ্বসমূহ কর্তৃক আনীত নয়া সমস্যাসমূহের মোকাবেলায়, উভয়তঃ সিপিএন(এম) ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদের কার্যতঃ বাইরের চেহারাটা দেখে, পুঁজিবাদের খোদ দুঃসহ অন্তঃসারে প্রবেশ না করে, সেই একই সংশোধনবাদী উপসংহারে পৌঁচেছে এই ঘোষণা করতে যে বিপ্লবী মার্কসবাদের কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেছে এবং এই শতকের সমস্যাসমূহ সমাধানে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের সার্বজনীন তত্ত্ব অপর্যাপ্ত, আর তাই তারা ঘোষণা করে যে তারা তাদের "কথিত" সংশোধনবাদী তত্ত্বে উলম্ফণ ঘটিয়েছে, আজকে যা "এভাকিয়ানের নয়া সংশ্লেষণ" নামে অভিহিত। সর্বহারা শ্রেণী ও বিপ্লবে এর হতাশাবাদের বিপরীতে আমাদের সময়ের নয়া সমস্যাসমূহ সাম্রাজ্যবাদের পরজীবীবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব শক্তির এক কর্মযজ্ঞের স্ফুরণ ঘটিয়েছে অভিভাবকহীন বিশ্ব কমিউনিস্ট নেতৃত্বাবস্থা প্রদর্শন করে সেইসাথে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদীদের আন্তর্জাতিক ঐক্যের জরুরীত্বও তা তুলে ধরেছে।

সুবিধাবাদের সাথে পার্থক্যরেখা টানা ও সম্পূর্ণ বিভক্তি ঘটানোর এমন প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে আবারো সেই চেনা মধ্যপন্থী ধারা মাথাচারা দিয়ে উঠেছে যা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদের মধ্যে "আপোষ"-এর ভূমিকার জন্য পরিচিত। ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)র নেতৃত্বে এটা আজকে সেই মধ্যপন্থী ধারা যা হচ্ছে গতকালের রিমের মধ্যেকার, প্রধানত এর কমিটির মধ্যকার মধ্যপন্থার প্রত্যক্ষ ধারাবাহিকতা।

প্রচণ্ডবাদের প্রকাশ্য বুর্জোয়া অধঃপতনে, মধ্যপন্থীরা, যারা গতকালও তার তত্ত্ব (প্রচণ্ডবাদ)কে প্রশংসা করেছে, নেপালে বিশ্বাসঘাতকতাকে চেপে গেছে এবং একীকৃত নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি [ইউসিপিএন (এম)]-এর বুর্জোয়া সংসদীয়বাদ সমর্থন করেছে, আজকে তারা ঘোষণা করছে যে তারা প্রচণ্ডের বিরোধী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রচণ্ডবাদের সাথে বিভাজন না ঘটিয়ে।

তারা প্রচণ্ডবাদের একটা খণ্ডাংশের সমর্থক হয়ে রয়েছে যারা প্রচণ্ডকে আর নেতা মনে করেনা, নেতা মনে করে কিরণকে। বিপ্লবে আত্মসমর্পণের ভট্টরাই ও প্রচণ্ডের বর্তমান প্রতীকি কর্মকাণ্ডকে তারা বর্জন করে, কিন্তু পার্টির সংশোধনবাদী চরিত্রকে অস্বীকার করে এবং ২০০৬ সালের শান্তি চুক্তিতে কৃত গণযুদ্ধের প্রতি প্রকৃত রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতায় উক্ত পার্টির দায়িত্ব থেকে পলায়ন করে।

মধ্যপন্থা একদিকে নেপালের ডান সংশোধনবাদীদের একটি খণ্ডাংশকে "লাল" নাম দিয়েছে ও তার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, অন্যদিকে বিপ্লবী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ লড়াই করছে ও তাদেরকে "গোঁড়ামীবাদী-সংশোধনবাদী" ও "সুবিধাবাদী বিলোপবাদী" বলছে সংশোধনবাদ ও মধ্যপন্থার বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামের কারণে।

এটা ভয় পায় ইউসিপিএন (এম)-এর সংশোধনবাদী লাইনের সাথে মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক পূর্ণাঙ্গ রাপচারকে––যা ছাড়া নেপালে একটা সত্যিকার বিপ্লবী লাইন জন্ম দেয়া সম্ভব নয়, সারা দেশে নয়া গণতন্ত্রের বিজয় ছিনিয়ে আনতে গণযুদ্ধে ফেরত আসা ও তাকে নেতৃত্ব করা সম্ভব নয়।

রিমের দৃশ্যমান পতনের পূর্বে যে-মধ্যপন্থা নীরব আপোষকে বৈধ্যতা দিয়েছিল, আজকে অস্বীকার করছে যে রিম পরাজিত হয়েছিল সংশোধনবাদী লাইন কর্তৃক-যাকে তারা নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম করতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেই রিমকে তারা পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছে ইউসিপিএন (এম)-এর সমর্থন নিয়ে, কিন্তু আরসিপি (ইউএসএ)-র একাধিপত্য ব্যতিরেকে।

এভাবে, মধ্যপন্থা গোপন করে যা আইসিএমের ঐক্যের জন্য প্রধান বিপদ সেই সংশোধনবাদকে, বিশ্বসর্বহারার প্রতি তার বিশ্বাসঘাতকতা, নেপালের জনগণের প্রতি তার শত্রুতাকে কম করে দেখিয়ে, কমিউনিস্টদের লক্ষ্যকে ধোঁয়াশা করে এবং বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরাজয়ে সংশোধনবাদের ভূমিকাকে পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা থেকে বিরত রাখে তাদের বিপ্লবের রাজনৈতিক সমস্যাবলী থেকে তাদের দুরে রাখায় অবদান রাখার মাধ্যমে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদীদের আন্তর্জাতিক ঐক্যের জন্য লড়াই করার আমাদের দ্বিধাহীন প্রতিশ্রুতি রয়েছে যার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ভূয়া সংশোধনবাদী তত্ত্বমালা ও মধ্যপন্থার সমন্বয়বাদী অবস্থানের ধ্বংস, যা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমগ্র সাধারণ লাইনে মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদের মধ্যে গভীর পার্থক্যরেখা টানার মাধ্যমে একটা নতুন আন্তর্জাতিক গড়ে তুলতে ঐক্যের দৃঢ় ভিত্তি হিসেবে অর্জিত হবে, যাকে সাম্রাজ্যবাদ ও এর সকল দালালদের বিরুদ্ধে বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবের মহাযুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে হবে।

সংশোধনবাদ ও মধ্যপন্থার বিরুদ্ধে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ জিন্দাবাদ!

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের ভিত্তিতে চাই একটি আগুয়ান নতুন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন!

২৬ ডিসেম্বর, ২০১১

আরব মাওবাদী

শ্রেণীঘৃণা কালেক্টিভ [স্পেন]

কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী [ফ্রান্স]

ইকোয়েডরের কমিউনিস্ট পার্টি [লাল সূর্য]

পেরুর কমিউনিস্ট পার্টি [মানতারো লাল ঘাঁটি]

আর্জেন্টিনার পিপল্‌স কমিউনিস্ট পার্টি

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (মাওবাদী একতা গ্রুপ)/বাংলাদেশ

কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী)

পানামার কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) ■

কমরেড চারু মজুমদার বলেনঃ ঘৃণা করো, চূর্ণ করো মধ্যপন্থাকে!

ভারতের বুকে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ। ১৯৬৭ সালের বসন্তে ভারতে গণযুদ্ধের সূচনা করেন কমরেড চারু মজুমদার। গড়ে ওঠে মাও চিন্তাধারার পার্টি সিপিআই (এমএল)। এই পার্টি ও গণযুদ্ধ গড়ে তুলতে চারু মজুমদারকে লড়তে হয়েছিল সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে, চালাতে হয়েছিল এক ক্ষুরধার সংগ্রাম মধ্যপন্থার বিরুদ্ধে। তিনি বলেনঃ

"...পার্টির মধ্যে দুই লাইনের লড়াই রয়েছে এবং থাকবে। ভুল লাইনগুলোর নিশ্চয়ই আমরা বিরোধিতা করবো এবং পরাজিত করবো। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে মধ্যপন্থার বিরুদ্ধে। মধ্যপন্থা এক ধরণের সংশোধনবাদ, মধ্যপন্থা সংশোধনবাদের জঘন্যতম রূপ। অতীতে সংশোধনবাদ বিপ্লবীদের হাতে বারবার পরাজিত হয়েছে এবং প্রতিবারই মধ্যপন্থা এই লড়াইয়ে জয়ের ফলকে কব্জা করেছে এবং পার্টিকে সংশোধনবাদের পথে নিয়ে গিয়েছে। আমাদের ঘৃণা করতে হবে মধ্যপন্থাকে। নির্বাচন বয়কটের প্রশ্নে নাগি রেড্ডি বলেছিল, 'হ্যাঁ, আমরাও এটা মানি কিন্তু বয়কট বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ সময়ে প্রজোয্য। যেখানে কোনো লড়াই নেই, সেখানে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো।' এই হলো নাগি রেড্ডির লাইন, এই হলো মধ্যপন্থা। আমরা এর বিরুদ্ধে লড়েছি এবং নাগি রেড্ডিকে আমাদের সংগঠন থেকে দূর করে দিয়েছি। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছিল, 'সোভিয়েত নেতারা সংশোধনবাদী কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী হবে কী করে? একচেটিয়া পুঁজির সে বিকাশ কোথায়?' এরা হচ্ছে মধ্যপন্থী। তাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়েছি এবং লড়ে আমাদের পার্টি থেকে তাদের বের করে দিয়েছি। তখন মধ্যপন্থীরা তুললো ট্রেড ইউনিয়নের প্রশ্ন এবং যখন কৃষকের ওপর নিভর করে সশস্ত্র শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে তখন আওয়াজ তুলল 'শ্রমিকশ্রেণী ভিত্তিক পার্টি'। এইসব প্রশ্নে অসিত সেন কোম্পানীর সঙ্গে আমরা লড়েছি এবং তাদের পার্টি থেকে দূর করে দিয়েছি। তাই আমাদের শুধু সঠিক ও বেঠিক লাইনের মধ্যে পার্থক্য দেখলেই চলবে না, মধ্যপন্থীর অবস্থানকেও আমাদের বার করতে হবে ও তাকে চূর্ণ করতে হবে।

আজ মধ্যপন্থী আক্রমণ আসছে পার্টির ভেতর থেকে। আসছে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রশ্নে, পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের ওপর নির্ভরশীলতার প্রশ্নে, খতম অভিযানের প্রশ্নে। এইসব প্রশ্নে পার্টি মধ্যপন্থী আক্রমণের সম্মুখীন। এ কথা বুঝতে হবে যে খতমের সংগ্রাম একযোগে একই সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ এবং গেরিলা যুদ্ধের সূচনা।..."

...

"...তাই বিশ্ব সংশোধনবাদের নেতারা সেই সব বিচ্ছিন্ন গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে যারা মুখে চেয়ারম্যান মাও, চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে মেনে নিয়ে আসলে, তাঁদের বিরোধিতা করছে। এবং আমাদের শ্রেণীশত্রু খতমের অভিযানের বিরোধিতা করার জন্য ঐ সব গ্রুপের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা করছে। এই গ্রুপগুলো যেহেতু শ্রেণীশত্রু খতমের বিরোধী, শ্রেণীসংগ্রামের বিরোধী, সেহেতু তারা জনগণের শত্রু, অতএব কিছুতেই আমরা তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি না।..."

[১৯৭০ সালে সিপিআই (এম-এল)-এর প্রথম কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে কমরেড চারু মজুমদারের মূল ইংরেজী ভাষণের 'দেশব্রতী'তে প্রকাশিত অনুবাদ। রচনাকাল: ১৫-১৬মে, ১৯৭০, ২৫ জুন ১৯৭০, দেশব্রতী]

সুতরাং, মধ্যপন্থার বিরুদ্ধে লড়াই না চালিয়ে ভারতে বিপ্লবী পার্টি হতে পারতো না।

অনেকেই শ্রেণীশত্রু খতম নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন।

কমরেড চারু মজুমদার শ্রেণী শত্রুর রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব ধ্বংস করার একটি উপায় হিসেবে শ্রেণী শত্রু খতম লাইনটিকে দেখেছেন। তার কাছে এটা ছিল একটা যুদ্ধ। কমিউনিস্টরা কখনো দৈহিকভাবে নিধনের পক্ষপাতী ছিলেন না, এখনো নন। যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় শ্রেণীশত্রু নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনে।

চারু মজুমদার কৃষকদের উদ্যোগ ও উৎসাহের দ্বার উন্মোচন করতে চেয়েছেন।

অবশ্যই বিপ্লবীরা আগের মতো শ্রেণীশত্রু খতমের অভিযান চালিয়ে এখন কোথাও বিপ্লবী যুদ্ধ গড়ে তুলবেন না। কেননা সময়ের পরিবর্তনে অনেক রক্ত দিয়ে বিপ্লবীরা শিখেছেন কিভাবে যুদ্ধ আরো সুসংহতভাবে, আরো কম রক্তপাতের মধ্যদিয়ে, আরো নিয়ন্ত্রিতভাবে চালানো যায়। সভাপতি সিরাজ সিকদারের ওপরও চারু মজুমদারের এই খতম লাইনের প্রভাব পড়েছিল, কিন্তু তিনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সৃজনশীলভাবে অধিকতর নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, খতম কমানোর কথা বলেছেন। পরবর্তীতে কমরেড গনসালোর নেতৃত্বে পেরুর গণযুদ্ধ আরো পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছে গণযুদ্ধের সামগ্রিকতা, শ্রেণীশত্রুর রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্বকে কীভাবে যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করা যায়।

আজকে যখন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মধ্যপন্থাবিরোধী সংগ্রাম তুঙ্গে তখন ভারতের কমিউনিস্টরা এ প্রশ্নে নীরব। আমরা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারিনা। আমরা মহান কমরেড চারু মজুমদারের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে চাই, যিনি আমাদেরকে দিশা দিয়েছেন ঃ **"ঘৃণা করো, চূর্ণ করো মধ্যপন্থাকে।"**

তরুণ

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (মাওবাদী একতা গ্রুপ)

১১ জানুয়ারী, ২০১২ ■

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (মাওবাদী একতা গ্রুপ) এর প্রতি আফগানিস্তানের ওয়ার্কার্স অর্গানাইজেশন (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী, প্রধানতঃ মাওবাদী)র পত্র

প্রিয় কমরেডগণ,

আফগানিস্তানের ওয়ার্কার্স অর্গানাইজেশন (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী, প্রধানতঃ মাওবাদী) হচ্ছে আফগানিস্তানের সর্বহারা শ্রেণী ও অন্যান্য নিপীড়িতদের অগ্রবাহিনী। আমরা বিশ্বাস করি, কেবলমাত্র মাওবাদই বিশ্ববিপ্লবের কমান্ডার হতে পারে। তাই, আফগানিস্তানের নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের অংশ।

আমরা এটা দেখে অসুখী যে আজকে কোন মাওবাদী বিশ্বকেন্দ্র নেই। একদা রিম এমন একটা ভিত্তি গড়ছে প্রতীয়মান হয়েছিল। কিন্তু রিমের ভ্রান্ত লাইন, বিশেষত চেয়ারম্যান গনসালোর রচনা ও কর্মকে এর খাটো করা এই সংগঠনকে মাওবাদের লাইন থেকে বিচ্যুত করেছে এবং একে এভাকিয়ানবাদী সুবিধাবাদী লাইনে চালিত করেছে।

আমরা জোরালোভাবে বিশ্বাস করি যে কেবলমাত্র মাওবাদই বিশ্বের নিপীড়িত জনগণকে বিজয়ের দিকে চালিত করতে পারে। আফগানিস্তানে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সাথী সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী যৌথ বাহিনীসমূহ সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা আমাদের দেশ দখল করেছে এবং আমাদের দেশের জনগণকে নিপীড়ণ করেছে। প্রতিটি দিন তারা নতুন নতুন অপরাধ সংঘটিত করছে। তারা মানুষ হত্যা করে, তরুণ কিশোর কিশোরীদের ধর্ষণ করে, তারা আমাদের গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দেয়, এবং শেষতঃ তারা আমাদের সমগ্র সমাজের জন্য দাসত্ব নিয়ে এসেছে। কেবলমাত্র সর্বহারা শ্রেণী ও অপরাপর নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের ঐক্যই পারে হানাদারদের ধ্বংস করে স্বাধীন শক্তিশালি আফগানিস্তান গড়ার সামর্থ আনয়ন করতে।

কেবলমাত্র নয়াগণতন্ত্রই পারে আমাদের রক্ষা করতে।

তাই, আফগানিস্তানের মাওবাদীদের ঐক্য হচ্ছে মাওবাদের ভিত্তিতে একটা শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার চাবিকাঠি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আফগানিস্তানের মাওবাদী শক্তিসমূহ এখনো বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে, তাদের একটা কেন্দ্রীয় ঐক্য পয়েন্টের এখনো রয়েছে ঘাটতি। এটা প্রধানতঃ আসে মাওবাদী প্রধান অংশের মধ্যে মধ্যপন্থা ও এভাকিয়ানবাদের আধিপত্য থেকে। আমাদের সংগঠন হচ্ছে আফগানিস্তানের প্রথম ও একমাত্র সংগঠন যা নিজেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ, প্রধানত মাওবাদের ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে। আমরা বিপ্লবের তিন যাদুকরী অস্ত্রের সমকেন্দ্রিক বিনির্মাণে বিশ্বাস করি। আমরা "সাম্যবাদের আগ পর্যন্ত গণযুদ্ধ"-তে বিশ্বাস করি। আমরা চেয়ারম্যান গনসালোর এই থিসিসের ওপর একটা নতুন সংগঠন গড়ে তুলছিঃ গণযুদ্ধ গড়ে তুলতে সক্ষম একটি সামরিকীকৃত মাওবাদী সংগঠন। আমরা এই বিষয়টির ওপর জোরালো গুরুত্বারোপ করিঃ জনগণ ইতিহাস সৃষ্টি করেন, পার্টি তাতে নেতৃত্ব দেয়।

আমরা আপনাদের ইন্টারনেটে খুঁজে পেয়েছি, মনিপুরের মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকেও। আমরা উভয় সংগঠনের সাথেই কাজ করতে ইচ্ছুক, কারণ আমাদের রয়েছে একই আন্তর্জাতিক লাইন

যা বিশ্ববিপ্লবের কমান্ড হিসেবে মাওবাদের প্রাধান্য থেকে আসে। আজকে আফগানিস্তানে, মাওবাদী দাবীদার মধ্যপন্থী পার্টি ও সংগঠনসমূহ সাম্যবাদের আগ পর্যন্ত গণযুদ্ধকে অস্বীকৃতি জানায়। উদাহারণস্বরূপ, আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট মাওবাদী পার্টি, যা হচ্ছে একটি সাবেক এভাকিয়ানবাদী পার্টি, এখনো চেয়ারম্যান গনসালোর অর্জনসমূহ স্বীকার করে না। এটা এখনো "চিন্তাধারা"কে মাওবাদী বলে স্বীকার করেনা। "আফগানিস্তান মাওবাদী" হচ্ছে আরেকটি গ্রুপ যারা নিজেদের মাওবাদী বলে বিতর্ক করে, কিন্তু চেয়ারম্যান গনসালো ও মাওবাদের প্রাধান্যের সাথে এরও রয়েছে ভিন্নতা ও শত্রুতা। তারা প্রধানতঃ মাওবাদ ও আমাদের সংগঠনকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা আমাদের প্রত্যাখ্যান করে কারণ তারা দাবী করে যে প্রধানতঃ মাওবাদ সত্য নয়। তাসত্ত্বেও, আমাদের সংগঠন, একা হলেও, লড়াই করে যাচ্ছে এবং একটি দুই লাইনের সংগ্রাম পরিচালনা করছে। আমরা সাম্যবাদের জন্য লড়ছি, তাই আমরা মাওবাদকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরি, রক্ষা করি ও প্রয়োগ করি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখনো বিশ্বে বিপ্লবী মাওবাদকে ভিত্তি করে অল্প কিছু সংগঠনই রয়েছে। কেবলমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ, প্রধানতঃ মাওবাদ আমাদের একটা সুস্থ ও শক্তিশালি দুই লাইনের সংগ্রামে রক্ষা করতে পারে। মধ্যপন্থী ও অন্যান্য সুবিধাবাদীরা প্রধানতঃ মাওবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে তাদের তথাকথিত "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ"-এর পেছনে লুকিয়ে। এরা এখনো "মাও সেতুঙ চিন্তাধারা" ভিত্তিক সংগঠন ও পার্টিসমূহকে স্বীকৃতি দেয় ও পছন্দ করে, কিন্তু তারা পেরুর কমিউনিস্ট পার্টি ও তার অর্জনসমূহকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়, এবং "আফগানিস্তান মাওবাদী"র মতো তাদের অনেকে তাকে (চেয়ারম্যান গনসালোকে) অ-মাওবাদী মনে করে।

আমরা মাওবাদকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরি, রক্ষা করি এবং প্রয়োগ করি, তাই আমাদেরকে সভাপতি গনসালো ও তার সর্বশক্তিমান চিন্তাধারাকে রক্ষা করতে হবে বিশ্বসর্বহারা শ্রেণীর জন্য বিরাট গুরুত্বের আন্তর্জাতিক ইস্যু হিসেবে।

আমরা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করছি কারণ আমরা আপনাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চাই। আমাদের রয়েছে একই সত্য অবস্থান আর তাহচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ, প্রধানতঃ মাওবাদ।

আমাদের ওয়েব ঠিকানা হচ্ছেঃ www.proletar.blogfa.com

আমাদের ই মেইলঃ chap_af@yahoo.com

এখনো আমাদের ওয়েব সাইটের বিষয়সমূহ ফার্সী ভাষায়। আমাদের কিছু বিষয় ইংরেজীতে অনুবাদ করার সুযোগ নিতে চাই আমরা, এবং তা আপনাদের কাছে পাঠাবো।

সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদী শুভেচ্ছাসহ

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ, প্রধানতঃ মাওবাদ দীর্ঘজীবি হোক!

আফগানিস্তানের অর্গানাইজেশন অব দি ওয়ার্কার্স (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী, প্রধানতঃ মাওবাদী

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ ■